# CLASS X

# BENGALI

# PRACTICE QUESTIONS, 2024-2025

# SET 3

# ANSWER KEY

**নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো:**

**1.A.'সহজ করে বাঁচা কি আর খাঁচাতে সম্ভব?'**

**(i) 'সহজ করে বাঁচা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?**

**(ii) সহজ করে বাঁচা কোথায় আর কেন সম্ভব বলে কবি মনে করেছেন? (2+3)**

**1.A. (i)উঃ-** কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় রচিত 'তিন পাহাড়ের কোলে' কবিতায় প্রকৃতির সান্নিধ্যে মুক্তিময় জীবনের আনন্দের কথা বলা হয়েছে।এই প্রসঙ্গেই এসেছে 'সহজ করে বাঁচার প্রসঙ্গ।'মানুষ হল এই পৃথিবীতে সবচেয়ে মস্তিষ্কবান প্রাণী।তাই মানুষ সমাজের বা জীবনের প্রয়োজনে নির্দিষ্ট ঘরে বাস করতে বাধ্য হলেও তার মানস-সচলতায় তাকে বন্দি করা সম্ভব নয়।ছোটো গৃহে বাস করে,দিনানুদৈনিক জীবনের বিধিবদ্ধ গণ্ডী মেনে নিয়ে সাবলীল জীবনছন্দে বাঁচার তৃষ্ণা মানুষের মধ্যে থেকেই যায়।সহজ করে বাঁচা বলতে সেই প্রতিটি মুহূর্তের সাবলীল,স্বাদু জীবনের সবটুকু আস্বাদ গ্রহণ করে স্মিত জীবনযাপনের কথাই কবি বলতে চেয়েছেন।বাধাহীন,মুক্ত জীবনের অনায়াস লাবণ্যকে অধিগত করে চলবার প্রেরণাই সহজ করে বাঁচা।

**1.A.(ii) উঃ-**কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রকৃতিভাবিত কবি।তিনি শহুরে যান্ত্রিক জীবনের বাধাময়,দিনগত পাপক্ষয় পেরিয়ে প্রকৃতির স্নিগ্ধ লাবণ্যে বাঁচার কথা বলেছেন।কবি ও তাঁর দুই বন্ধু সেই খাঁচার বন্ধন থেকে বেরিয়ে মুক্তিময় জীবনযাপনের ক্ষণকালীন আস্বাদ পেতে তিন পাহাড় নামে একটি পার্বত্য এলাকায় এসে পৌঁছন।সবুজ গাছপালায় পূর্ণ এই পাহাড়ী প্রকৃতিতে আছে ঝরনার হাতছানি,আছে বনভূমি পেরিয়ে মনোভূমির নিবিড়তায় পৌঁছানোর  ছাড়পত্র। নিজের মনের বাঁধন মুক্ত হয়ে মনের গভীরে ডুব দিয়ে আত্মার অস্তিত্বের সন্ধান,নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলা,প্রকৃতির বিম্বিত আয়নায় নিজের মুখটি দেখা এবং একান্তে নিজেকে চিনে নিলে শহুরে খাঁচার জীবন পেছনে সরে যেতে থাকে।এই মনোময় মুক্তির দ্বার প্রকৃতিরানি ছাড়া আর কেউ খুলে দিতে পারে না।কবি ও তাঁর বন্ধুরা তাই খাঁচার জীবন পেছনে ফেলে কটি দিনের প্রাকৃতিক শুশ্রূষায় মনোময় জীবন যাপনের আনন্দ খুঁজে পায়।প্রকৃতির সহজ,অবারিত,স্নিগ্ধ লাবণ্যময় পরিবেশই এই মুক্তি সম্ভব করতে পারে বলে কবি মনে করেন এবং এই মুক্তি শহুরে জীবনের বদ্ধতার থেকে উত্তীর্ণ বলেই এমন মানস-যাপন সম্ভব বলে কবির বিশ্বাস।

**1.B.'এই ঝরনার সামনে—**

**নতজানু হয়ে--'**

**(i) নতজানু হয়ে কারা কী করে?**

**(ii) এই নতজানু হওয়ার মধ্যে দিয়ে কবি জীবন সম্পর্কিত কোন্ বার্তা পৌঁছে দিতে চেয়েছেন বলে তোমার মনে হয়? (2+3)**

**1.B. (i) উঃ-** কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় রচিত 'একাকারে' কবিতায় ঝরনার সামনে নতজানু হয়ে অঞ্জলিবদ্ধ হাতে জলপান করার এই দৃশ্যটি রয়েছে।হিন্দু ও মুসলমান,এই দুটি ধর্মের মানুষই একই ভাবে ঝরনার থেকে জলপান করে নিজেদের তৃষ্ণা নিবারণ করে।তাদের তৃষ্ণাও যেমন একই,জলগ্রহণের ভঙ্গিও সমান।জল বা প্রকৃতিমায়ের কাছে হিন্দু ও মুসলমানের ভেদ নেই।অকৃপণ ভাবে জলদান যেমন প্রকৃতির ধর্ম,সেখানে মানুষ পরিচয়টিই যেমন একমাত্র পরিচয়,তেমনই আমাদের স্বদেশমাতার কাছেও হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই সন্তান।তাই হিন্দু ও মুসলমান প্রকৃতপক্ষে ভ্রাতৃসম্বন্ধে আবদ্ধ।কবির মতে,সাম্প্রদায়িক গোলযোগ বস্তুত অর্থহীন।সাম্প্রদায়িক বিভেদের নিরর্থকতা প্রসঙ্গেই কবি ঝরনার জলপানের চিত্রটি তুলে ধরেছেন।

**1.B. (ii) উঃ-** এই নতজানু হবার মধ্যে দিয়ে কবি জীবনের প্রতি সুস্থ ও সুন্দর,সহজ বোধের কথা বলেছেন।প্রতিটি মানুষ তৃষ্ণায় কাতর হয়।প্রতিটি মানুষ জলপান করে তৃষ্ণা নিবারণ করে।জলপানের মুহূর্তটি মানুষের একান্ত জৈবিক মুহূর্ত।এই জীবনের কাছে নমিত ও সুস্থ ভঙ্গিটি মানুষের সহজাত।এই সুস্থতার প্রসারই জীবনকে উদার,সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে শেখায়।।আর সেখানেই মানুষ শুধুই মানুষ।জাত ও ধর্মের পরিচয় সেখানে অর্থহীন।

**2.A. সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লেখো: (5)**

**'গান দাঁড়াল ঋষিবালক**

**মাথায় গোঁজা ময়ূরপালক'**

**উ:-**

কবি জয় গোস্বামী রচিত 'অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান' কবিতা থেকে পংক্তিদুটি গৃহীত হয়েছে।

যুদ্ধক্ষতময় পৃথিবীতে মানুষের বেঁচে থাকার সমস্ত আবেগ যখন নিঃশেষিতপ্রায়,তখন কবি একটি মরমী দিগ্-দর্শন দিয়েছেন আমাদের।সব অকল্যাণকে পরাভূত করে জীবনের জয় ঘোষণা করতে পারে সঙ্গীত।যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাই গান বা সঙ্গীতকেই কবি একমাত্র অস্ত্র হিসেবে এনে মানব-পৃথিবীতে শুভত্বের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গেই উদ্ধৃতির অবতারণা।

পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যখন যুদ্ধ ও হত্যার দ্বারা মানুষের বাঁচার অধিকার হরণ করছে,তখন কবি সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে জগতে প্রেম ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন।গান হল কোমল আবেগের প্রকাশ।শিল্পকলার সূক্ষ্ম ও কোমলতম প্রয়োগই হল গান।ভারতীয় তপোবন সভ্যতার সামগান ঋষিবালকের চিত্রটির অনুষঙ্গ রচনা করে।তপোবন সভ্যতার উদারতা,মহত্ত্ব ও শান্তিপূর্ণ,পবিত্র যাপন যেমন যুদ্ধের বিরুদ্ধে একটি স্বস্তিময় জীবনের সন্ধান দেয়,তেমনই কবিও একটি সঙ্গীতপূর্ণ পৃথিবীর অস্তিত্বকে প্রধান করে যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চান।'মাথায় গোঁজা ময়ূরপালক' আনে কৃষ্ণের অনুষঙ্গ।প্রেমের মূর্তিমান বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণও তাঁর বাঁশির পঞ্চমতানে এই মানবতাময় সঙ্গীতপূর্ণ প্রেমের বা ভালোবাসার বাণীই প্রচার করেন।বৃন্দাবনের কৃষ্ণ তাই কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণের বিপরীতে অবস্থান করেন।কবিও সঙ্গীতের পায়ে যুদ্ধের অস্ত্র সমর্পণের মধ্যে দিয়ে,ভালোবাসাময় সঙ্গীতের মাধ্যমে হিংসাকে জয় করে সুস্থিত জীবনযাপনের কথা বলেছেন।

**2.B. সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লেখো: (5)**

**'পৃথিবী হয়তো বেঁচে আছে**

**পৃথিবী হয়তো গেছে মরে'**

উঃ- কবি শঙ্খ ঘোষ রচিত 'আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি' কবিতা থেকে এই পংক্তিদুটি নেওয়া হয়েছে।

কবির মতে,যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীতে জীবনযাপনের যে অস্থিরতা দেশবাসীকে বিপন্ন করে,তার থেকে মুক্তির পথ খুঁজে নিতে হবে তাদেরই।জীবনে চলার পথে ডানে,বাঁয়ে,ওপরে নিচে সর্বত্র পথ রুদ্ধ।প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর বিভীষিকা মানুষকে কাতর করছে।সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিষরোষে পড়ে মানুষের অসহায় মৃত্যুবরণ ইতিহাসকে কলঙ্কিত করছে।এই মৃত্যুপরিকীর্ণ পরিস্থিতির বর্ণনা প্রসঙ্গেই উদ্ধৃত অংশের অবতারণা।

যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীতে মানুষের বাঁচার পথ রুদ্ধ।উপরন্তু ধ্বংস হচ্ছে পরবর্তী প্রজন্মও।যে সভ্যতায় শিশুর মৃতদেহও জড়ো হয়,সেই সভ্যতা কখনো জীবনের শেষতম আশ্বাসের যোগ্যও থাকে না।ইতিহাস যেটুকু এসময় রচিত হয়,তাও সাম্রাজ্যবাদীর উল্লাসের ইতিহাস। তাই, অতীত ইতিহাস,ঐতিহ্য থেকেও মানুষ কিছু গ্রহণ করতে পারে না তখন।এমতাবস্থায় বেঁচে থাকাটাই নিদারুণ নিরর্থক বলে মানুষের মনে হয়েছে।তাদের অনেকেই মনে করেছে,তারা মৃত পৃথিবীর বাসিন্দা।এভাবে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুভয়-কণ্টকিত বাঁচার অভিজ্ঞতায় কিছু মানুষের  কাছে পৃথিবীটাই ছিল মৃত।আবার কিছু আশাবাদী মানুষের মনে হয়েছে,পৃথিবী এত সহজে শেষ হতে পারে না।আশ্বাসের ভূমি রয়ে গেছে।কবিও সেই আশ্বস্ত মানুষের দলে থেকে তাদেরই বাণী উচ্চারণ করেছেন ঋষিসুলভ প্রজ্ঞায়।দ্বিধা ও সংশয়,সংশয়োত্তীর্ণ কিছু মানুষের বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের কথাই এভাবে এই দুটি পংক্তিতে ব্যাখ্যাত হয়েছে।